২২তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও
জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০১৩ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, মঙ্গলবার, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২০, ৩ ডিসেম্বর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি
প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ
শারীরিক অক্ষমতা জয়ী ভাই-বোনেরা,
এবং উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

বাইশতম আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০১৩ উপলক্ষে দেশের সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাদের পরিবার ও সংগঠন, তাদের সেবা ও উন্নয়নে নিয়োজিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

উপস্থিত সুধী,

ডিসেম্বর বিজয়ের মাস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি নয় মাসের প্রাণপণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করে। এর আগে দীর্ঘ অসহযোগ আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্যদিয়ে সমগ্র জাতি মুক্তিযুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়।

ত্রিশ লক্ষ শহীদের আত্মদান, দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমহানী ও অগণিত মানুষের পঙ্গুত্ব বরণের বিনিময়ে বাঙালি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা। এত ত্যাগের মধ্য দিয়ে অর্জিত এই স্বাধীনতার সুফল বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ।

স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সোনার বাংলায় বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মানে দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন। আমাদের সংবিধানে সেই নির্দেশনাই তিনি সন্নিবেশিত রেখেছেন। অথচ সকল প্রতিবন্ধী মানুষের এখনও আমাদের সমাজে উপযুক্ত ঠাঁই হয়নি।

সুধিবৃন্দ,

একটি গণতান্ত্রিক সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সকল অধিকারভিত্তিক ও উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের প্রতি একাত্ম থেকে কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘের আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রতিবছর বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এ বছরে একই দিনে জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবসও উদযাপন করা হচ্ছে। এই দিনটি আমার কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতিবছর এই দিনে প্রতিবন্ধী মানুষের সান্নিধ্যে আসার জন্য আমি অপেক্ষায় থাকি। তাই গত পাঁচ বছরে শত ব্যস্ততায়ও আমি বছরে দু'বার আপনাদের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি।

এ বছর দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ হয়েছে ‘‘বাঁধ ভাঙো, দুয়ার খোলো; একীভূত সমাজ গড়ো"। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষায় সমাজকে একীভূত করার কোন বিকল্প নেই। তাদের প্রতি সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এক্ষেত্রে একটি বড় বাঁধা। প্রতিবন্ধী মানুষের অংশগ্রহণে চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করতে হবে। আমাদের সরকার গত পাঁচ বছরে চেষ্টা করেছে, সমাজকে বিভেদমুক্ত করতে। আজকের দিবসের প্রতিপাদ্য সেই পথে যাত্রার-ই নির্দেশনা দিচ্ছে।

মূলধারায় প্রতিবন্ধী জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আমরা শিক্ষা, কর্মসংস্থান, যোগাযোগ, দুর্যোগ এবং তথ্য ও প্রযুক্তির নীতিমালায় তাদের কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করেছি। এর পাশাপাশি আমরা অধিকার ভিত্তিক আইন প্রণয়ন ও স্বতন্ত্র

প্রশাসনিক কাঠামো করেছি। আগামীতে দায়িত্ব পেলে প্রতিবন্ধী জনগণের জন্য আমাদের অসমাপ্ত কার্যক্রম ও অধিকার ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করব।

প্রিয় প্রতিবন্ধী ভাই ও বোনেরা,

জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার সনদ (ইউএনসিআরপিডি) এর আলোকে নতুন আইন প্রণয়ন করেছি। মহান জাতীয় সংসদে সম্প্রতি আমরা প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' পাশ করেছি। এর আগের মেয়াদে দেশে প্রথম প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য 'বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১' প্রণয়ন করি। অটিস্টিকসহ স্নায়বিক বিকাশ জনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য 'নিউরো-ডেভলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩' পাশ করেছি। এই আইনের মাধ্যমে এখন থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অভিভাবকত্ব ও সম্পদ সুরক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

সরকারি ও বেসরকারি নিবন্ধিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে এক লাখের অধিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়াশুনার সুযোগ পেলে সকল প্রতিবন্ধী শিশু বাড়ীর নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে পড়তে পারবে। প্রতিবন্ধী শিশুদের সাধারণ বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে অভিভাবককে নানা ধরনের বাধা বা বেগ পেতে হয়। নতুন আইনে সকল ধরণের প্রতিবন্ধী শিশুর সাধারণ বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ এখন আর বাধা প্রদান করতে পারবে না। তবে আইনের মাধ্যমে বাধ্য করার চেয়ে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন করা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। এই আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির টিকে থাকার সামাজিক বাধা অপসারিত হবে।

গুরুতর অটিস্টিক শিশুর জন্য আমরা ইতোমধ্যে একটি সরকারি বিদ্যালয় স্থাপন করেছি। ২০১০ সাল থেকে পে-স্কেল অনুযায়ী অটিস্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য ৫০টি বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারিদের বেতন সরকার প্রদান করছে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে উপবৃত্তি বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

আমাদের সরকার দেশে দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করেছে। এই সাফল্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে নানা কর্মকান্ড লক্ষ্য করেছি, প্রতিবন্ধী জনগণ সম-সুযোগ গ্রহণ করতে পারছে না। দারিদ্র্য ও প্রতিবন্ধিতা আন্তঃসম্পর্কিত। তাই সরকার প্রতিবন্ধী জনগণের দারিদ্র্য হ্রাসে একটি সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী গড়ে তুলেছে। আমরা অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতার সুবিধাভোগীর সংখ্যা ও পরিমান দু'টিই উল্লেখ্যযোগ্য পরিমানে বাড়িয়েছি।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ধরণ ও মাত্রা বিষয়ে আমাদের দেশে নির্ভরযোগ্য ও পুর্ণাঙ্গ তথ্য ছিল না। তাই তাদের সম্পর্কিত যথাযথ তথ্য সংগ্রহে আমরা গত অর্থবছর থেকে সারা দেশব্যাপী 'প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ' পরিচালনা করছি। জরিপ সম্পন্ন হলে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্যপ্রাপ্তিতে সহযোগিতার জন্য আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাই। একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যভান্ডার তৈরি হলে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর আওতায় আনা সহজ হবে।

উপস্থিত সুধী,

সরকার মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে দেশে ১৩ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করেছে। এসকল কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এবং তাদের উপযোগী স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের অধীনে ৬৮টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। অটিস্টিকসহ স্নায়বিক বিকাশজনিত শিশুদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সিনাক' সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিশুরা ইতোমধ্যে খেলাধুলায় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছে। তারা স্পেশাল অলিম্পিকে ৩৮টি স্বর্ণসহ শতাধিক পদক অর্জন করেছে। প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের প্রশিক্ষণ ও মানোন্নয়নে একটি ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণে জমি বরাদ্দ এবং প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে উৎসাহিত করতে শিশু একাডেমীর কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তসহ বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শ্রবণ ও বাক্ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে সম্প্রচার মাধ্যমে সংবাদ ইশারা ভাষায় উপস্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য 'প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স' এর নির্মাণে কাজ শুরু হয়েছে।

প্রতিবন্ধী জনগণের উন্নয়নে সরকারের নানা কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নে আমরা জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে অধিদপ্তরে রূপান্তরিত করেছি।

প্রিয় সুধী,

জাতিসংঘ সনদ বাস্তবায়নে আমাদের দেশে গৃহীত নানা উদ্যোগের মত আন্তর্জাতিক পর্যায়েও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়ন কার্যক্রমকে বেগবান করতে বাংলাদেশ সরাসরি ভূমিকা পালন করে চলেছে।

২০১২ সালের ১২ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে অটিস্টিক ও ডেভলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন প্রতিকারমূলক স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণে বাংলাদেশ সরকার একটি প্রস্তাব দেয়। সকল দেশ সর্বসম্মতিক্রমে এই রেজুলেশন পাশ করে। আমার মেয়ে সায়মা হোসেন এই রেজুলেশন উত্থাপন ও আন্তর্জাতিক মহলকে একত্রিত করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তারই উদ্যোগে ২০১১ সালে বাংলাদেশে অটিজম বিষয়ক আন্তজার্তিক সম্মেলনের আয়োজন হয়।

সুধিমন্ডলী,

বর্তমান সরকার সুষম উন্নয়নে বিশ্বাস করে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আমাদের এই দেশেরই নাগরিক এবং সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহ নিশ্চিত করা না গেলে সুষম উন্নয়ন দুরূহ হবে।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব মন্দা সত্বেও আমরা প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের উপরে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছি। ২০০৫ সালে দেশের ৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করত। এখন তা ২৬ শতাংশে নেমে এসেছে। ৫ কোটি দরিদ্র মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আমরা সাউথ-সাউথ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছি।

সরকারি-বেসরকারি খাত মিলিয়ে দেশে ৮০ লাখেরও বেশী মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। মাথাপিছু আয় ২০০৮ সালে ছিল ৬৩০ ডলার। এখন তা বেড়ে ১ হাজার ৪৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে। তখন রিজার্ভ ৩ বিলিয়ন ডলারও ছিল না। আর এখন রিজার্ভ ১৭ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে আমরা অভাবনীয় সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছি। সাম্প্রতিক ১০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন উপলক্ষে আলোক উৎসব উদ্‌যাপন করেছি।

আমাদের লক্ষ্য হল স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ২০২১ সাল নাগাদ এদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। এজন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, তথ্য যোগাযোগ, নারীর ক্ষমতায়নসহ সকল ক্ষেত্রে আমাদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অর্জন করতে হবে।

পরিশেষে আজকের অনুষ্ঠানের আয়োজক এবং যে সকল শারীরিক সীমাবদ্ধতা জয়ী মানুষ দূরদূরান্ত থেকে এসে যোগদান করেছেন, তাদের সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিশ্বের সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবন ভরে উঠুক আনন্দে। তারা আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠুক - এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করে শেষ করছি। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

--